রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, ফেব্রুয়ারী ২৯, ১৯৮৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

শাখা-১০

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৬ই ফালগুন, ১৩৯৪/২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮

নং এস, আর, ও ৫৩-আইন/৮৮ শা-১০/নিম্ন-১০/৮৭—Minimum Wages Ordinance, 1961 (XXXIX of 1961) এর section 6(1)(a) তে প্রদত্ত ক্ষমতা-বলে সরকার এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছেন যে, উক্ত Ordinance এর section 5 এর বিধান মোতাবেক "লবণ পরিশোধন শিল্প" প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের মজুরীর হার নির্ধারণের উদ্দেশ্যে একই Ordinance এর section 3 এর অধীনে গঠিত নিম্নতম মজুরী বোর্ডের সুপারিশকৃত এবং নিম্ন তফসিলে বর্ণিত মজুরীর হারসমূহ উপরি-উল্লিখিত শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরীর হার হইবে ঃ

তফসিল

শ্রমিক পদবিন্যাস ও শ্রেণী বিভাগ	নিম্নতম মজুরী সর্বসাকুল্যে
দক্ষ ঃ	
১। মিস্ত্রী	টাকা ১৫০০ (মাসিক)
২। মাঝি/সর্দার	টাকা ১৩৪ (দৈনিক)
৩। খালাসি	টাকা ৮৪ (দৈনিক)

মূল্য: ৫০ পয়সা

শ্রমিক পদবিন্যাস ও শ্রেণী বিভাগ	নিম্নতম মজুরী সর্বসাকুল্যে
আধা দক্ষ ঃ	
১। রোলার সাপালী	টাকা ৬২ (দৈনিক)
২। পাখার সাপালী	টাকা ৬২ (দৈনিক)
৩। প্লেট ফরম সাপালী	টাকা ৬২ (দৈনিক)
৪। পানি কাটা	টাকা ৬২ (দৈনিক)
৫ মোটা লবণ যোগানদার	টাকা ৬৮ (দৈনিক)
৬। টুকরী বসানো	টাকা ৬২ (দৈনিক)
অদক্ষ ঃ	
১। যোগানদার	টাকা ০ ৬০ (প্রতি মণে)
২। মাল বোঝাই এবং মাল খালাস (বহির্বিভাগ)	টাকা ১ ৭০ (প্রতি মণে)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ এতদসংগে নিম্নতম মজুরী বোর্ডের সুপারিশ, ১৯৮৭ এর অনুলিপি হুবহু প্রকাশ করা হইল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ হেলাল উদ্দিন খান

উপ-সচিব।

বাংলাদেশ নিম্নতম মজুরী বোর্ড

"লবণ পরিশোধন কারখানা" শিল্প প্রতিষ্ঠান

সুপারিশ, ১৯৮৭

১৯৬১ সনের নিম্নতম মজুরী অধ্যাদেশ (অধ্যাদেশ নং ৩৯)-এর ৫(১) ধারার বিধান অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯শে জুন, ১৯৮৪ তারিখের এস, আর, ও ২৬৭-এল/৮৪/শা-১০/২(১)/৮৪ নং বিজ্ঞপ্তি দ্বারা অত্র বোর্ডকে "লবণ পরিশোধন কারখানা" শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী সুপারিশের নির্দেশ দেন এবং উক্ত শিল্পে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ৮ই জানুয়ারী, ১৯৮৫ তারিখের এস, আর, ও ২৭-এল/৮৫/শা-১০/২(১)/৮৪ নং বিজ্ঞপ্তি দ্বারা উক্ত শিল্পের মালিক ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য নিয়োগ করেন।

বোর্ড "লবণ পরিশোধন কারখানা" শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিকদের কর্মাবস্থা, মজুরী রেজিস্টার, মালিকের মজুরী প্রদানের পদ্ধতি, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং শ্রমিকদের জীবিকা নির্বাহের ব্যয় সমেত আরও কতিপয় বিষয় পর্যবেক্ষণ করিয়া সর্বসম্মতিক্রমে খসড়া সুপারিশ প্রণয়ন করেন এবং নিম্নতম মজুরী বিধিমালার ১৫(১) বিধি মোতাবেক উক্ত খসড়া সুপারিশ সাধারণের অবগতির জন্য বাংলাদেশ গেজেটের মারফত প্রচার করেন।

অতঃপর খসড়া সুপারিশের উপর ১৯৬১ সনের নিম্নতম মজুরী বিধিমালার ১৫(২) বিধি মোতাবেক দাখিলকৃত আপত্তি ও প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া দীর্ঘ আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে ১৯৬১ সনের নিম্নতম মজুরী অধ্যাদেশের ৫ ধারা মোতাবেক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট নিম্নলিখিত সুপারিশ পেশ করিতেছেন ঃ

১। "লবণ পরিশোধন কারখানা" শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিকদের বিভিন্ন পদবী, কাজের ধারা ও প্রকৃতি, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনাক্রমে (১) দক্ষ, (২) আধা-দক্ষ ও, (৩) অদক্ষ এই ৩ (তিন) শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় যাহা অত্র তফসিলে বলা হইয়াছে।

২। এই সুপারিশ ঘোষণার পর হইতে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ "ক" পরিচ্ছেদে লিখিত পদবিন্যাস অনুযায়ী শ্রমিকদের যথাযথ পদে সন্নিবেশিত করিয়া মজুরী রেজিস্টারভুক্ত করিবেন এবং প্রয়োজনবোধে মজুরী স্লিপ প্রদান করিবেন।

৩। বোর্ড সম্পূর্ণভাবে একমত যে লবণ পরিশোধন কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকগণ অস্থায়ীভাবে কারখানায় কাজ করেন এবং একই শ্রমিক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লবণ পরিশোধন কারখানায় কাজ করেন। বর্তমানে বিভিন্ন কারখানায় মিস্ত্রিকে মাসিক এবং যোগানদার ও মাল বোঝাই খালাস শ্রমিকদের ফুরণভিত্তিক এবং বাকী সবাইকে দৈনিক হারে মজুরী প্রদান করিয়া থাকেন। তাই বোর্ড সর্বসম্মতিক্রমে একইভাবে মিস্ত্রিকে মাসিক, মাল বোঝাই-খালাস শ্রমিকদের ফুরণভিত্তিক ও বাকী সবার জন্য দৈনিক হারে মজুরী নির্ধারণ করেন যাহা অত্র তফসিলে উল্লেখ আছে।

৪। যদি কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কোন শ্রমিক ঠিকাদারের মাধ্যমে নিয়োজিত হইয়া মজুরী প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তবে সেই শ্রমিকও ১৯৬১ সনের নিম্নতম মজুরী অধ্যাদেশের ২(১) ধারা অনুযায়ী "শ্রমিক" বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্ত নিয়োগকারী ঠিকাদার মালিকের ন্যায় কার্য করিবেন।

৫। তফসিলে উল্লেখিত মজুরী নিম্নতম মজুরী হিসাবে গণ্য হইবে অর্থাৎ প্রদেয় মজুরী উক্ত মজুরী হইতে কম হইবে না। উক্ত মজুরী অপেক্ষা কোথাও যদি অধিক হারে মজুরী প্রদত্ত হইয়া থাকে তবে তাহা হ্রাস করা যাইবে না। নিয়োগকর্তা/মালিক পক্ষ ইচ্ছা করিলে নিজেদের উদ্যোগে বা এককভাবে বা যৌথ চুক্তি অনুযায়ী কোন শ্রমিক অথবা শ্রমিকদের অধিক হারে মজুরী প্রদান করিতে পারিবেন।

৬। যদি কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক শ্রমিকদিগকে ফুরণভিত্তিক মজুরী দিয়া থাকেন তবে তাহাদিগকে এই সুপারিশ মোতাবেক তাহাদের মজুরীর হার এইরূপ হারে সংশোধন করিতে হইবে যাহাতে তাহারা বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত শ্রমিকদের জন্য নির্ধারিত নিম্নতম মজুরী অপেক্ষা কম না পায়।

৭। ফ্যাক্টরী আইন অনুযায়ী কর্মরত ৮ (আট) ঘন্টায় একদিন এবং কর্মরত ২৬ (ছাব্বিশ) দিনে এক মাস গণ্য হইবে।

৮। তফসিলে উল্লেখিত নিম্নতম মজুরী ছাড়া শ্রমিকগণ যে সব আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিয়ত পাইয়া থাকেন তাহা বলবৎ থাকিবে।

এ, কে, এম, আজিজুল হক
চেয়ারম্যান,
নিম্নতম মজুরী বোর্ড।

ডঃ তাহেরুল ইসলাম
নির্দলীয় সদস্য।

কে, এম, নাসিরুল হক
মালিক পক্ষের সদস্য।

হাতিম আলী
শ্রমিক পক্ষের সদস্য।

তফসিল

শ্রমিক পদবিন্যাস ও শ্রেণী বিভাগ	নিম্নতম মজুরী (সর্বসাকুল্যে)
দক্ষ ঃ	
১। মিস্ত্রী	টাকা ১৫০০ (মাসিক)
২। মাঝি/সর্দার	টাকা ১৩৪ (দৈনিক)
৩। খালাসী	টাকা ৮৪ (দৈনিক)
আধা দক্ষ ঃ	
১। রোলার সাপালী	টাকা ৬২ (দৈনিক)
২। পাখার সাপালী	টাকা ৬২ (দৈনিক)
৩। প্লেটফরম সাপালী	টাকা ৬২ (দৈনিক)
৪। পানিকাটা	টাকা ৬২ (দৈনিক)
৫। মোটা লবণ যোগানদার	টাকা ৬৮ (দৈনিক)
৬। টুকরী বসানো	টাকা ৬২ (দৈনিক)
অদক্ষ ঃ	
১। যোগানদার	টাকা ০·৬০ (প্রতি মণে)
২। মাল বোঝাই এবং মাল খালাস শ্রমিক (বহিবিভাগ)	টাকা ১·৭০ (প্রতি মণে)

শাখা-৮

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৬ই ফাল্গুন, ১৩৯৪/২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮

নং এস, আর ও, ৫৪-আইন/৮৮-শ্রওজ-৮/৪(১)/৮৮—যেহেতু সরকার অভিমত পোষণ করেন যে সোনালী ব্যাংকের অধীনস্থ সকল শ্রেণীর কর্মচারীর চাকুরী জনগণের জীবনযাত্রা নির্বাহে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অব্যাহত রাখার জন্য অত্যাবশ্যকীয়;

যেহেতু Essential Services (Second) Ordinance, 1958 (E. P. Ord. No. XLI) of 1958 এর section 3(1) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার ঘোষণা করিলেন যে, উক্ত ব্যাংকের অধীনস্থ সকল শ্রেণীর কর্মচারীর চাকুরীর ক্ষেত্রে উক্ত Ordinance প্রযোজ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ হেলাল উদ্দিন খান

উপ-সচিব (শ্রম)।

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
খোন্দকার মাহ্‌ফুজাল কবীর, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।